ঘুমের মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য ও অলৌকিক সকাল

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

ঘুমের মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য ও অলৌকিক সকাল হুক

ভূমিকা :

গভীর রাতে যখন চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন কি আপনি কখনো অনুভব করেছেন যে আপনার বিছানার পাশেই অদৃশ্য কেউ দাঁড়িয়ে আছে? বালিশে মাথা দেওয়ার পর আমরা যখন চেতনার জগত থেকে হারিয়ে যাই, তখন আমাদের আত্মা এমন এক জগতে প্রবেশ করে যেখানে অসম্ভব বলে কিছু নেই।আপনি কি জানেন, পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র সূরা যদি সঠিক নিয়মে পাঠ করে ঘুমান, তবে সেই রাতে আসমানের দরজা খুলে যায় এবং ফেরেস্তারা আপনার ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব নিয়ে নেয়? আজকের এই ভিডিওতে আমি এমন এক গোপন রহস্য উন্মোচন করবো, যা আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে এবং সকালে চোখ মেলেই আপনি এক অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাবেন। আপনার বর্তমান অভাব, অনটন কিংবা হতাশা এক নিমিষেই ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে যদি আপনি আজকের এই আমলটি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে করতে পারেন।

উপস্থাপক পরিচিতি:

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, আধ্যাত্মিক জগত ও গোপন রহস্যের এই বিশেষ পর্বে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।আমি আপনাদের সাথে আছি– হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক এবং আমিল-এ-কামিল।আজ আমরা প্রবেশ করবো রুহানিয়াতের এমন এক গভীর স্তরে, যেখানে বিশ্বাস আর অলৌকিকতা একাকার হয়ে যায়।

অধ্যায় ১: রাতের আধ্যাত্মিক রহস্য ও আত্মার ভ্রমণ

সূর্য যখন ডুবে যায় এবং পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে যায়, তখন দৃশ্যমান জগতের দরজা বন্ধ হয়ে অদৃশ্য বা গায়েবি জগতের দরজাগুলো একে একে খুলতে শুরু করে।মানুষ যখন ক্লান্ত শরীর নিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে, তখন তার রুহ বা আত্মা দেহ খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে আসমানের দিকে উড্ডয়ন করতে চায়, কিন্তু পাপের ভারে তা পারে না।আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাতকে তৈরি করেছেন প্রশান্তির জন্য এবং এই সময়েই তিনি তাঁর বান্দার সবথেকে নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন।আপনি যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আপনার চারপাশ ঘিরে মহান আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তারা অপেক্ষা করতে থাকে আপনার একটি পবিত্র

নিঃশ্বাসের জন্য।অনেকেই জানেন না যে, ঘুমের ঘোরে আমাদের অবচেতন মন মহাবিশ্বের এমন সব সিগন্যাল গ্রহণ করে যা জাগ্রত অবস্থায় সম্ভব নয়।এই অধ্যায়ে আমরা জানবো, কীভাবে ঘুমের আগের সময়টুকু আপনার তকদির বা ভাগ্যলিপি নতুন করে লেখার শ্রেষ্ঠ সময় হতে পারে।ঘুমের মধ্যে মানুষ মৃতরুপে থাকে, আর এই সময়েই যদি পবিত্র কালামের নূর আপনার হৃদয়ে থাকে, তবে শয়তান আপনার ধারেকাছেও ঘেষতে পারে না।

অধ্যায় ২: মানুষের হতাশা ও অদৃশ্য সাহায্যের প্রত্যাশা

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কোনো না কোনো সংকটে জর্জরিত, কেউ ঋণের দায়ে দেউলিয়া আবার কেউবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছে।**দিনের আলোতে মানুষ হাসিমুখ করে থাকলেও, রাতের আধারে বালিশে মাথা দিলেই চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দেখে না।**আপনি হয়তো অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু দিনশেষে ফলাফলের খাতা শূন্য দেখে হতাশায় ডুবে গেছেন।মনে রাখবেন, যখন সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তখন আসমানের মালিকের দরজা আপনার জন্য বা করার অপেক্ষায় থাকে।এমন অনেক রাত গেছে যখন আপনি ক্ষুধার্ত পেটে

কিংবা দুশ্চিন্তায় ঘুমাতে পারেননি, কিন্তু আজ আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি যে সেই কষ্টের দিন শেষ হতে চলেছে।মানুষের অক্ষমতা যেখানে শেষ হয়, ঠিক সেখান থেকেই আল্লাহর অসীম ক্ষমতার শুরু হয় এবং অলৌকিক সাহায্য নেমে আসে।আমরা অনেকেই জানি না যে, আমাদের সামান্য একটু আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টাই আমাদের পাহাড়সম বিপদকে ধুলিকণার মতো উড়িয়ে দিতে পারে।

অধ্যায় ৩: একজন ঋষি ও গোপন আমলের সন্ধান

বহুকাল আগে এক জনবসতিহীন জঙ্গলের কিনারে এক বুজুর্গ ব্যক্তি বাস করতেন, যার কাছে পৃথিবীর ধন-সম্পদ ছিল তুচ্ছ কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ছিল আকাশচুম্বী।একদিন এক যুবক তার সংসারের চরম অভাব আর লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে সেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে।ঘুরতে ঘুরতে সেই যুবকটি ওই বুজুর্গ ব্যক্তির কুঁড়েঘরের সামনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং জ্ঞান ফেরার পর সে এক অদ্ভুত নূরানি আভা দেখতে পায়।**বুজুর্গ ব্যক্তিটি মুচকি হেসে যুবকটিকে বললেন, "তুমি দুনিয়ার সামান্য ভাতের জন্য জীবন দিতে এসেছো, অথচ তোমার বুকের ভেতরেই রয়েছে এক গোপন খনি।'** তিনি যুবকটিকে কাছে টেনে নিলেন এবং কানে কানে এমন একটি সূরার আমল শিখিয়ে দিলেন যা সে আগে হাজারবার পড়েছে কিন্তু এর গভীরতা বোঝেনি।সেই

রাতে যুবকটি ওই আমল করে ঘুমালো এবং সকালে উঠে দেখল তার কুঁড়েঘরের আঙ্গিনায় এমন কিছু পড়ে আছে যা তার সাত পুরুষের অভাব মেটাতে যথেষ্ট।এটি কোনো রূপকথা নয়, বরং ইখলাস ও ইয়াকিনের সাথে করা আমলের চাক্ষুষ ফলাফল যা আজও বিশ্বাসী মানুষের জীবনে ঘটে চলেছে।

অধ্যায় ৪: সূরা কদর ও তার গোপন মহিমা

পবিত্র কুরআনের এই বিশেষ সূরাটি হলো সূরা আল-কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম একটি রাতকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে এবং এর প্রতিটি শব্দে রয়েছে আসমানি বিদ্যুৎ বা নূরের ছটা।এই সূরার মধ্যে লুকিয়ে আছে ভাগ্য পরিবর্তনের চাবিকাঠি, কারণ এতে ফেরেস্তাদের অবতরণ এবং শান্তির বার্তা রয়েছে যা ফজর পর্যন্ত চলতে থাকে।আপনি যখন এই সূরাটি পাঠ করেন, তখন আপনার মুখ থেকে বের হওয়া প্রতিটি হরফ নূরের স্তম্ভ হয়ে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।সাধকরা বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ পবিত্রতা নিয়ে এই সূরা পাঠ করে, তার রুহের সাথে লাওহে মাহফুজের এক গোপন সংযোগ স্থাপিত হয়।ঘুমের আগে এই সূরা পাঠ করলে আপনার আত্মা সারারাত সিজদারত অবস্থায় থাকে এবং আল্লাহ নিজে ওই বান্দার হেফাজতের দায়িত্ব নেন।এর প্রতিটি আয়াতে এমন শক্তি নিহিত আছে যা আপনার মস্তিষ্কের দুশ্চিন্তার

কোষগুলোকে শান্ত করে এবং পজিটিভ এনার্জি বা ইতিবাচক শক্তিতে রূপান্তর করে।এটি কেবল একটি সূরা নয়, এটি হলো মহান রবের পক্ষ থেকে আপনার জন্য পাঠানো এক বিশেষ উপহার বা তোহফা।

অধ্যায় ৫: প্রস্তুতি ও পবিত্রতার শর্তাবলী

এই অলৌকিক আমলটি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতির স্তর পার করতে হবে, কারণ অপবিত্র দেহে বা মনে এই আমল কাজ করে না।সবার প্রথমে আপনাকে ওজু করে শরীর পাক-পবিত্র করতে হবে এবং বিছানাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে, যেন সেখানে কোনো নাপাকি না থাকে।শোয়ার আগে সমস্ত দুনিয়াবী চিন্তা, হিংসা, বিদ্বেষ এবং আগামীকালের টেনশন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে নিজেকে সম্পূর্ণ রিলাক্স বা শিথিল করতে হবে।ঘরের বাতি নিভিয়ে দিন এবং কল্পনা করুন যে আপনি এখন পৃথিবীর কেউ নন, আপনি শুধু মহান আল্লাহর একজন নগণ্য গোলাম।সুগন্ধি বা আতর ব্যবহার করা এই আমলের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী, কারণ সুঘ্রাণ ফেরেস্তাদের আকৃষ্ট করে এবং রুহানি পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করে।এই প্রস্তুতির সময়টুকুতে আপনার মোবাইল ফোন বা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস কাছে রাখবেন না, যাতে আপনার মনোযোগ এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন না হয়।মনে রাখবেন, পাত্র যদি ছিদ্র থাকে তবে তাতে যেমন পানি থাকে

না, তেমনি মনে সন্দেহ থাকলে এই আমল কোনো ফলাফল বয়ে আনবে না।

অধ্যায় ৬: পূর্ণাঙ্গ সাধনা ও আমলের নিয়ম (বিশেষ অধ্যায়)

এখন আমি আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সাধনা বা আমলের পূর্ণাঙ্গ নিয়মটি বলছি, যা হুবহু এই নিয়মে পালন করলে তবেই আপনি সকালে অলৌকিকতা দেখতে পাবেন।প্রথমত, এশার নামাজের পর ওজু অবস্থায় বিছানায় বসে ৩ বার দুরুদ শরীফ (যে কোনো দুরুদ) পাঠ করবেন। দ্বিতীয়ত, চোখ বন্ধ করে আপনার হৃদয়ের বাম পাশে আল্লাহর নাম 'আল্লাহু' কল্পনা করবেন এবং ধীরলয়ে সূরা কদর (ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর) ২১ বার পাঠ করবেন।তৃতীয়ত, প্রতিটি বার পাঠ করার সময় কল্পনা করবেন যে আসমান থেকে নূরের বৃষ্টি আপনার ওপর বর্ষিত হচ্ছে এবং আপনার সব সমস্যা ধুয়ে যাচ্ছে।চতুর্থত, ২১ বার পাঠ শেষ হলে আবার ৩ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবেন এবং কোনো কথা না বলে ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়বেন।পঞ্চমত, ঘুমানোর আগ পর্যন্ত মনে মনে 'ইয়া রাজ্জাকু, ইয়া ফাত্তাহু' (হে রিজিকদাতা, হে উন্মোচনকারী) জপতে জপতে ঘুমিয়ে যাবেন।এই আমলটি চলাকালীন আপনার শরীর গরম হয়ে যেতে পারে বা কোনো সুঘ্রাণ নাকে আসতে পারে, কিন্তু ভয়

পাবেন না, এটি কবুলিয়তের লক্ষণ।এই সাধনাটি অত্যন্ত শক্তিশালী, তাই শুধুমাত্র হালাল উদ্দেশ্যেই এটি করবেন, নতুবা হিতে বিপরীত হতে পারে।

অধ্যায় ৭: ঘুমের ভেতরের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন

আমলটি করে ঘুমানোর পর আপনি এক গভীর প্রশান্তির ঘুমে তলিয়ে যাবেন, যা আপনি বিগত বহু বছর ধরে অনুভব করেননি।ঘুমের মধ্যে আপনি সত্য স্বপ্ন বা 'রুহানি খাব' দেখতে পারেন, যেখানে আপনাকে হয়তো কোনো সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি কোনো নির্দেশনা দিচ্ছেন বা কোনো সুসংবাদ শোনাচ্ছেন।অনেক সময় দেখা যায়, স্বপ্নে আপনাকে কেউ কোনো গুপ্তধনের সন্ধান দিচ্ছে বা আপনার কোনো কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান দেখিয়ে দিচ্ছে।এই অবস্থায় আপনার আত্মা সময় ও স্থানের উর্ধ্বে চলে যায় এবং ভবিষ্যতের কিছু ঝলক দেখার সুযোগ পায়। আপনার মনে হবে যেন আপনি কোনো ফুলের বাগানে হাঁটছেন কিংবা উজ্জ্বল কোনো নূরের সমুদ্রে ভাসছেন, যা আপনার আত্মাকে শুদ্ধ করে তুলবে।ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ কুরআনের আমলের কারণে আপনার চারপাশ ঘিরে রয়েছে সুরক্ষার এক অদৃশ্য বর্ম।এই রাতটি আপনার জীবনের অন্যান্য রাতের মতো সাধারণ হবে না, এটি হবে আপনার পুনর্জন্মের রাত।

অধ্যায় ৮: অলৌকিক সকাল ও প্রাপ্তি

সকালে যখন আপনার ঘুম ভাঙবে, তখন আপনি নিজের শরীরের মধ্যে এক অদ্ভুত সতেজতা এবং শক্তি অনুভব করবেন যা আগে কখনো পাননি।বিছানা ছাড়ার আগেই আপনি হয়তো কোনো সুসংবাদ পাবেন, হতে পারে সেটা মোবাইলের কোনো মেসেজ কিংবা হঠাৎ করে কারো ফোন কল।এমনও হতে পারে যে, আপনার দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনো কাজ হঠাৎ করেই সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছে অথবা অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকে অর্থ আপনার হাতে এসেছে।এই অলৌকিকতা শুধু অর্থের ক্ষেত্রেই ঘটে না, বরং পারিবারিক অশান্তি দূর হওয়া কিংবা জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমেও প্রকাশ পেতে পারে।আপনি অবাক হয়ে দেখবেন যে, গতকালের হতাশাগ্রস্ত মানুষটি আর আজকের মানুষটির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ, আপনার চেহারায় এক ধরনের নুরানি দীপ্তি ফুটে উঠবে।প্রকৃতিও যেন আপনার সাথে কথা বলবে, ভোরের বাতাস আপনার কানে কানে বিজয়ের বার্তা পৌঁছে দেবে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, এবং যারা বিশ্বাস করে এবং ধৈর্য ধরে, তাদের জন্য তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যা মানুষের কল্পনারও বাইরে।

অধ্যায় ৯: ধারাবাহিকতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

প্রথম দিনেই অলৌকিক কিছু দেখার পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমলটি ছেড়ে দেবেন না, বরং কৃতজ্ঞতা বা শুকরিয়া হিসেবে এটি চালিয়ে যাওয়া উচিত।আল্লাহ তায়ালা সেই বান্দাকে বেশি পছন্দ করেন যে সুখে-দুখে সব সময় তাঁকে স্মরণ করে এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে।যদি কোনো কারণে প্রথম রাতে ফলাফল না দেখেন, তবে নিরাশ হবেন না, কারণ হয়তো আপনার পাত্রটি পূর্ণ হতে আরও একটু সময়ের প্রয়োজন। মনে রাখবেন, আধ্যাত্মিক জগত হলো পরীক্ষার জগত, এখানে ধৈর্যের ফল সবসময় মিষ্টি এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।নিয়মিত এই আমলটি করলে আপনার রিজিকে বরকত আসবে, বিপদাপদ দূরে থাকবে এবং সমাজে আপনার সম্মান বহুগুণ বেড়ে যাবে।আপনার প্রতিটি সকাল শুরু হবে নতুন কোনো সম্ভাবনার বার্তা নিয়ে এবং আপনি হয়ে উঠবেন আল্লাহর প্রিয় পাত্রদের একজন।কৃতজ্ঞতা বাড়ান, দেখবেন নিয়ামতও বেড়ে গেছে, এটাই হলো আসমানি গণিত যা কখনো ভুল হয় না।

অধ্যায় ১০: সাবধানতা ও চূড়ান্ত পরামর্শ

এই আমলটি অত্যন্ত পবিত্র এবং শক্তিশালী, তাই এটি করার সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি, যাতে এর কোনো অপব্যবহার না হয়। হারাম উপার্জন ভক্ষণ করে বা হারাম সম্পর্কের মধ্যে লিপ্ত থেকে এই

আমল করলে কোনো ফায়দা হবে না, বরং আপনার অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে।এটি কোনো যাদু বা টোনা-টোটকা নয়, এটি হলো মহান রবের কালামের শক্তি, তাই এর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি বজায় রাখতে হবে।কাউকে দেখানোর জন্য বা পরীক্ষামূলকভাবে এই আমল করবেন না, বরং খালেস নিয়তে নিজের এবং পরিবারের মঙ্গলের জন্য এটি করবেন।আপনার আমলের কথা গোপন রাখবেন, কারণ সাধকরা বলেন—'গোপন আমল দ্রুত কবুল হয় এবং শয়তানের নজর থেকে মুক্ত থাকে। এই ভিডিওর প্রতিটি নির্দেশনা মেনে চললে ইনশাআল্লাহ আপনিও সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হবেন যারা দুনিয়াতেই জান্নাতি প্রশান্তির স্বাদ পেয়েছে।আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ এবং আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

উপসংহার ও শিক্ষণীয় বার্তা:

প্রিয় দর্শক, আজকের এই ভিডিওটি কোনো সাধারণ ভিডিও নয়, বরং এটি একটি আধ্যাত্মিক গাইডলাইন যা আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে।আমরা জানলাম কীভাবে সূরা কদরের আমল ও পবিত্র ঘুমের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত লাভ করা যায়।মনে রাখবেন, বিশ্বাসই হলো আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি; যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে কোনো অলৌকিকতা নেই।

মেগাক্লাস প্রমোশন:

আপনারা যারা আধ্যাত্মিক জগত বা রুহানিয়াত সম্পর্কে আরও গভীরে জানতে চান, তাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি একটি বিশেষ 'মেগাক্লাস'। এখানে মোট ১২টি অ্যাডভান্সড টপিকের ওপর হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হবে:

১. কাশফুল মানাম বা দিব্যদৃষ্টি: স্বপ্নে আগামীকালের ঘটনা হুবহু সিনেমার মতো দেখার শক্তি অর্জন।(আগেই জানবেন কাল আপনার সাথে কী ঘটবে)।

২. মোয়াক্কেল বশীকরণ ও খাদেম নিয়োগ: ঘুমের মধ্যে ফেরেশতা বা নেক জিনকে নিজের খাদেম বা বন্ধু বানানোর গোপন আমল, যারা আপনার হুকুম তামিল করবে।

৩. গায়েবি লটারি ও গুপ্তধনের নকশা: স্বপ্নে এমন কোনো নাম্বার বা স্থানের সন্ধান পাওয়া, যা মুহূর্তেই আপনাকে ঋণমুক্ত ও কোটিপতি বানিয়ে দেবে।

৪. রুহানি অপারেশন বা অলৌকিক চিকিৎসা: ডাক্তার ফেরত বা মৃত্যুর দুয়ারে থাকা রোগীকে ঘুমের মধ্যে আধ্যাত্মিক অপারেশনের মাধ্যমে সুস্থ করার মহাবিদ্যা।

৫. আয়নায়ে আমল বা জাদুর পাল্টা আঘাত: কে আপনার ওপর জাদু করেছে বা ক্ষতি করছে, স্বপ্নে তার চেহারা স্পষ্ট দেখা এবং সেই জাদু উল্টো তার দিকেই ছুড়ে মারা।

৬. তায়্যুল আরদ বা রুহানি ভ্রমণ: শরীর বিছানায় রেখে চোখের পলকে মক্কা-মদিনা বা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে রুহ নিয়ে সফর করা এবং সেখানকার সবকিছু স্বচক্ষে দেখা।

৭. মৃত আত্মীয় বা ওলি-আউলিয়ার সাথে মোলাকাত: কবরের জগত বা বারজাখ-এ প্রবেশ করে মৃত মা-বাবা কিংবা পীর-বুজুর্গদের সাথে সরাসরি কথা বলা ও পরামর্শ নেওয়া।

৮. ইশারায়ে গায়েবি বা মনের খবর পড়া: কার মনে আপনার সম্পর্কে কী আছে বা কে আপনার সাথে প্রতারণা করছে, তা ঘুমের ঘোরেই জেনে ফেলার ভয়ংকর শক্তি।

৯. হারানো মানুষ বা মাল হাজির করা: চুরি হওয়া জিনিস কোথায় আছে বা হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি বর্তমানে কী অবস্থায় আছে, তা জিপিএস-এর মতো স্বপ্নে দেখতে পাওয়া।

১০. শত্রুও মামলা জয়: আধ্যাত্মিক প্রভাবে বিচারক বা শত্রুর মন ঘুরিয়ে দেওয়া, যাতে ঘুমের আমলেই আপনি মামলা বা বিবাদে জয়ী হতে পারেন।

১১. ইলমে লাদুন্নি বা না পড়ে পাস: ছাত্রদের জন্য বিশেষ আমল—বিনা পরিশ্রমে কঠিন পড়া মুখস্থ রাখা এবং পরীক্ষার আগেই প্রশ্নের ইঙ্গিত স্বপ্নে পাওয়া।

১২. তকদির বদলানোর বিশেষ রজনী: এমন এক বিশেষ রাতের সন্ধান ও আমল, যেদিন দোয়া করলে আল্লাহ নিজের হাতে আপনার ভাগ্যলিপি বা কপাল নতুন করে লিখে দেবেন।

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

নিশ্চয়ই আল্লাহ কুরআন কে সবকিছুর শিফা স্বরুপ নাযিল করেছেন। আল্লাহর কালামের শক্তিতে আমাদের প্লার্টফর্ম এর উসিলায় উপকৃত হওয়া হাজার হাজার মানুষের রিভিউ দেখতে এবং জ্বিন যাদুর চিকিৎসা পেতে এখন ই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে Hafez Saifullah Mansur ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হন।আমাদের প্রদান করা মেগাক্লাস এবং পিডিএফ গুলো ফ্রীতে পেতে ও আমাদের সাথে

কানেক্টেড থাকতে এখনই পিন করা কমেন্টের লিংকে ক্লিক করে নির্দিষ্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করে আমাদের সাথে যুক্ত হন।জাঝাকাল্লাহু খাইরান।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732